মাদ্রাসা শিক্ষায় অপচয়-অপব্যয় বন্ধ করুন

| ঢাকা , সোমবার, ২৯ অক্টোবর ২০১৮

দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় সবচেয়ে বেশি অপচয় আর অনিয়ম-দুর্নীতি হচ্ছে মাদ্রাসা শিক্ষায়। পাবলিক পরীক্ষায় সাধারণ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর বিবেচনায় মাদ্রাসাগুলোর ফল খারাপ হচ্ছে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ফলের ওপর নির্ভর করে যেসব শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়ার কথা তা নেয়া হচ্ছে না। কোন কোন ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বোর্ড শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিলেও মন্ত্রণালয়ের প্রভাবে তা প্রত্যাহার করা হয়। মাদ্রাসা শিক্ষার মান ও শিক্ষকদের দক্ষতা-সক্ষমতা নিয়েও রয়েছে প্রশ্ন। শিক্ষার মান আর ফল আশানুরূপ না হলেও সরকারি সব সুযোগ-সুবিধাই তারা ভোগ করছে। এ নিয়ে গত রোববার বিস্তারিত প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে সংবাদ।

জ্ঞান-বিজ্ঞানে উন্নতির এ যুগে এগিয়ে যাওয়ার স্বপ্ন দেখা কোন দেশে পশ্চাদপদ মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থা থাকাটাই বিস্ময়ের। বাংলাদেশ ডিজিটাল দেশে পরিণত হওয়ার চেষ্টা চালাচ্ছে, মহাকাশে স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণ করেছে। জ্ঞান-বিজ্ঞানে এগিয়ে যাওয়ার ধারণার সঙ্গে মাদ্রাসা শিক্ষা সঙ্গতিপূর্ণ নয়। তারপরও সরকার এ শিক্ষা ব্যবস্থার পেছনে অঢেল অর্থ ব্যয় করছে। অর্থ ব্যয় করছে না বলে অপচয় করছে বলাই শ্রেয়।

যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে মাদ্রাসা শিক্ষার আধুনিকীকরণ করা হলেও এর একটি ভালো দিক খুঁজে পাওয়া যেত। বিষয়টি সরকার না বুঝলেও সাধারণ মানুষ বোঝে। যে কারণে অনেকেই মাদ্রাসা শিক্ষা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে। এমনও অনেক মাদ্রাসা আছে যেগুলো নামমাত্র শিক্ষার্থী নিয়ে টিকে আছে।

প্রয়োজন না থাকলেও দেশে নিত্য নতুন মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে। মূলত ধর্মাশ্রয়ী একশ্রেণীর রাজনীতিকদের কারণে মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করা হয়। রাজনৈতিক স্বার্থে সরকারগুলোও এর পৃষ্ঠপোষকতা করে যাচ্ছে। আমরা জানতে চাই, জ্ঞান-বিজ্ঞানে দেশকে উন্নত করার কাজে মাদ্রাসাগুলো কী অবদান রাখছে। এ শিক্ষাব্যবস্থা টিকিয়ে রেখে শুধু রাষ্ট্রের সম্পদই অপচয় করা হচ্ছে না, একটি জনগোষ্ঠীকে অথর্ব করে রাখা হচ্ছে।

সমালোচনা সত্ত্বেও সরকার মাদ্রাসাগুলোকে পৃষ্ঠপোষকতা করতে পারে। তবে পৃষ্ঠপোষকতা করারও নিয়ম থাকতে হয়। যেসব মাদ্রাসায় কোন শিক্ষার্থীই পাস করল না সেসব প্রতিষ্ঠান কেন সরকারি সুযোগ-সুবিধা পাবে! মাদ্রাসা বোর্ড নিয়ম অনুযায়ী ব্যর্থ মাদ্রাসাগুলোর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিলেও মন্ত্রণালয় কেন আবার সুযোগ-সুবিধা বহাল করে। বোর্ডকে যদি নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে কাজই করতে দেয়া না হয় তাহলে সেটা রাখার দরকার কী।

মাদ্রাসা নিয়ে অনিয়ম-দুর্নীতি করার সময় নীতি-নৈতিকতা কোথায় থাকে সেটা ভেবে আমরা

বিস্মিত হই।

আমরা চলতে চাই, মাদ্রাসা শিক্ষায় সরকারের অপচয়-অপব্যয় সম্পূর্ণ বন্ধ করতে হবে। মাদ্রাসাগুলো যদি রাখতেই হয় তবে তাদের নিয়ম-কানুন মেনে চলতে হবে অবশ্যই।